পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

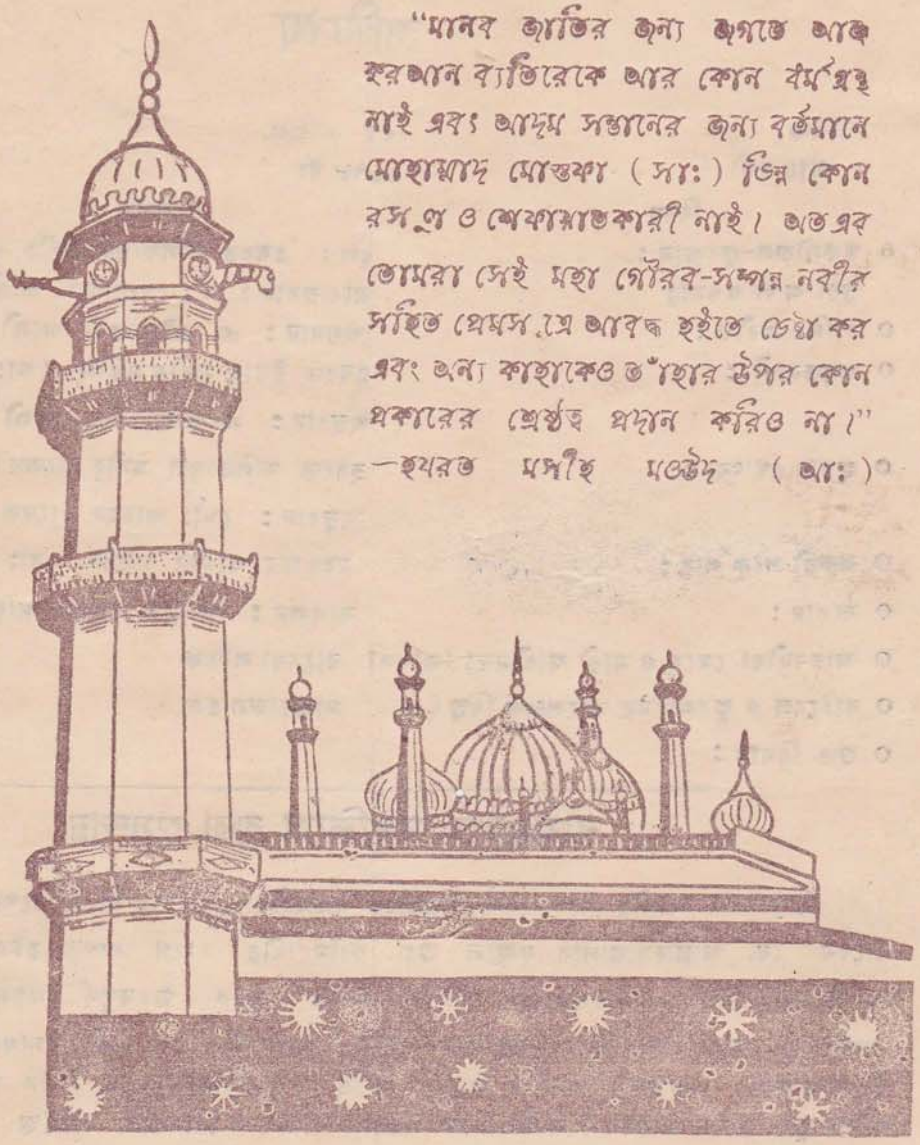

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ২৩শ সংখ্যা

১লা বৈশাখ, ১৩৮৫ বাংলা : ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৮ ইং : ৭ই জমাঃ আউয়াল, ১৩৯৮ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৮ ইং | ৩১শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ :	অনুবাদ : এ. এইচ এম. আলী আনওয়ার	৮
০ অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার	১০
০ জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১২
০ জরুরী সার্কুলার :	মহতারম আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আঃ	১৮
০ সংবাদ :	সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৯
০ আহমদীয়া মেয়ে ও নারী স্বাধীনতা (কবিতা	রাবেয়া লতিফ	২২
০ বাইবেল ও কুরআনের আলোকে যিশু (২)	মাজহারুল হক	২৩
০ শুভ বিবাহ :		২৬

রাবওয়ায় মজলিসে শুরা সুসম্পন্ন

মোহতারম আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫/৪/৭৮ ইং তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন যে, আল্লাহতায়ালার ফজলে শুরা কামিয়াবীর সংগে সম্পন্ন হইয়াছে। ওসিয়ত সম্বন্ধ এবং বেসম ও রেওয়াজের অবসান বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফয়সালা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শুরা সম্পর্কে বিস্তারিত খবর আহমদীর আগামী সংখ্যায় আসিবে। ইনশাআল্লাহ। মহতারম আমীর সাহেব আরও জানাইয়াছেন যে, তিনি হযরতে আকদাস খলিফতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-কে সকলের সালাম ও দোওয়ার দরখাস্ত পৌঁছাইয়াছেন। আমীর সাহেব সকলকে তাঁহার সালাম ও দোওয়ার অনুরোধ জানাইয়াছেন।

০ মোহাম্মাদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ।
মোহাম্মাদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দ্বীপ্তি।
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্তা জগদ্বাসীর জন্য খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ॥
['ফারসী দুররে সমীন' —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)]

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ২৩শ সংখ্যা

১লা বৈশাখ, ১৩৮৪ বাং : ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৮ ইং : ১৫ই সাহাদত, ১৩৫৭ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত) —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আত্ম-শুদ্ধি

চতুর্থ বিষয়—যাহা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মধ্যে পাওয়া জরুরী ছিল এবং ইবরাহিমী দোওয়ার মধ্যে যাহার প্রার্থনা ছিল, উহা ছিল আত্মশুদ্ধির কাজ। ইহার উপরে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "আমি এইরূপ রসুল তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করিলাম, যিনি তোমাদের হৃদয় গুলিকে পবিত্র করিয়া থাকেন এবং প্রেমের আলোকে উজ্জল করিয়া থাকেন। আলোচ্য সুরায় আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন, انا اعطيناك الكوثر অর্থাৎ "জাতিকে পবিত্র করার জন্য যে দোওয়া হযরত ইবরাহীম (আঃ) করিয়াছিলেন, আমি কেবল উহাই কবুল করি নাই বরং এই শক্তি প্রদানের ব্যাপারে আমি আমার রসুলকে কওসার দান করিয়াছি।"

আত্ম-শুদ্ধি তিন প্রকারের হইয়া থাকে (১) আমল (২) প্রবৃত্তি এবং (৩) চিন্তার। মানবের আত্ম-শুদ্ধির জন্য তিন প্রকারের শুদ্ধির প্রয়োজন। প্রথম হইল প্রবৃত্তির শুদ্ধিকরণ। মানবের মধ্যে সর্ব প্রথম প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। শিশু জন্মলাভের পর সে যাহা কিছু করে সে সকলই প্রবৃত্তির তাড়নায় করে। আমল ও চিন্তার যামানা তখনও দূরে থাকে। ক্ষুধা লাগিলে সে কাঁদিয়া উঠে, মা সরিয়া গেলে কাঁদে, বেদনা বোধ করিলে কাঁদে ও ছটফট করে। এই সকল কাজ সে প্রবৃত্তির তাকিদে করে। যখন সে চলা-

ফেরা করিতে থাকে, তখন তাহার আমল আরম্ভ হয়। অতঃপর যখন যৌবনে পদার্পন করে, তখন সে চিন্তা ভাবনা ও বিচার বিবেচনা করিতে আরম্ভ করে। যখন এই তিনটি বিষয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার দেহ বিধানও পূর্ণতা লাভ করে।

উপরে আমরা যাহা কিছু বলিয়া আসিয়াছি, তদ্বারা ইহা উপলব্ধি হইবে যে, ইসলামের অনুগমনের অবশ্যম্ভাবি ফল হইল আত্ম-শুদ্ধি। বস্তুতঃ যদি কোন ধর্মের শিক্ষা ঠিক থাকে এবং লোক উহার উপর আমল করে, তাহা হইল, নিশ্চয় তাহাদের আত্ম শুদ্ধি হইবে কিন্তু যদি ধর্মের শিক্ষা ঠিক না থাকে, তাহা হইলে উহার উপর আমল করিয়া লোক বিভ্রান্ত হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন, ইসলাম বলে যে ক্ষেত্রে ক্ষমা করিলে ভাল ফল হইবে, সে ক্ষেত্রে ক্ষমা কর এবং যেখানে শাস্তি দিলে ফল ভাল হইবে সেখানে শাস্তি দাও। কেহ যদি এই শিক্ষানুযায়ী আমল না করে, তো সে পৃথক কথা। কিন্তু যে এই শিক্ষানুযায়ী আমল করিবে সে উত্তম আদর্শবান মানুষ হইবে। কিন্তু ইহুদী ধর্মের শিক্ষা হইল, প্রত্যেক অপরাধীকে শাস্তি দাও। কেহ কাহার ও নাক কাটিয়া থাকিলে তাহার নাক কাটিয়া দাও, কেহ কান কাটিয়া থাকিলে, তাহার কান কাটিয়া দাও। কেহ কাহারও চক্ষু নষ্ট করিয়া থাকিলে, চক্ষু নষ্ট করিয়া দাও। যদি কেহ এই শিক্ষার উপর আমল না করে, তো না করিতে পারে। কিন্তু যে ইহার উপর আমল করিবে, সে ভুল করিবে এবং বহু ক্ষেত্রে সে যুলুম ও বাড়াবাড়ি করিবে। আবার দেখুন বাইবেল বলে, কেহ তোমার একগালে চড় মারিয়া থাকিলে তোমার অপর গাল তাহার দিকে বাড়াইয়া দাও। কেহ তোমার নিকট কুরতা চাহিলে, তাহাকে তোমার চাদরখানিও দিয়া দাও। যদি কেহ তোমাকে এক মাইল বেগার লইয়া যায়, তাহা হইলে তুমি তাহার সহিত দুই মাইল চলিয়া যাও। কেহ যদি এই শিক্ষার উপর আমল না করে, তাহা হইলে ইহা তাহার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু যদি কেহ ইহার উপর আমল করে, তাহা হইলে সে বারে বারে পারে নিপতিত হইবে। যথা, ঘরে চোর আসিলে যদি বাড়ীর মালিক তাহার ধন সম্পদ বাহির করিয়া চোরের সম্মুখে রাখিয়া বলে, "আমার ভুলক্রমে আমার এই জিনিষগুলি দেখিতে পান নাই আমি এগুলিও আপনাকে দিতেছি।" ইহার ফল কি দাঁড়াইবে? ইহা এই নহে কি যে, বাড়িওয়ালাদের নিরাপত্তা নষ্ট হইয়া যাইবে, সমাজের শান্তি নষ্ট হইয়া যাইবে, চারিদিকে ফসাদ ছড়াইয়া যাইবে, চুরি ডাকাতির সংখ্যা দ্রুত বাড়িতে থাকিবে এবং লোক পাপ কর্মে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতে থাকিবে। ইহার মোকাবেলায় ইস-

লামের এই শিক্ষাও আছে যে, من قتل دون ماله عرضه فهو شهيد "যে ব্যক্তি নিজের মাল ও ইজ্জতের হেফাযত করিতে যাইয়া মারা যায় সে শহীদ হয়।" ইহা দুনিয়ার নিরাপত্তা কায়েমকারী শিক্ষা। কোন বাড়িতে ডাকাত পড়িল সারা শহর বা বস্তির লোক জমা হইয়া তাহাদের মোকাবেলা করিবে। এইরূপ করিলে সেই এলাকায় ডাকাত প্রবেশ করিতে সাহস করিবে না। কারণ তাহারা বুঝিবে এই শহরের বা বস্তির লোক বড় হুসিয়ার। পুনঃ যখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানিবে যে, সে তাহার মাল এবং ইজ্জতের হেফাযত করিতে গিয়া মারা গেলে শহীদ হইবে, তখন আর সে ভীত হইবে না। কারণ সে বুঝিবে যে সে মারা গেলে শহীদ হইবে এবং বাঁচিয়া গেলে তাহার মাল ও ইজ্জত রক্ষা পাইবে। সুতরাং একমাত্র ইসলামের শিক্ষার দ্বারাই নিরাপত্তা কায়েম হইতে পারে। খ্রীষ্টান এবং ইহুদীদের শিক্ষার দ্বারা নিরাপত্তা কায়েম হইতে পারে না। ইহুদীদের কেতাবের এই আদেশ যে, যখন তোমরা কোন দেশ জয় কর তখন তোমরা সেখানকার সব পুরুষকে হত্যা কর এবং জন্তুগুলিকেও মারিয়া ফেল এবং সব মেয়ে এবং বাচ্চাদের গোলাম কর। এই শিক্ষা কত বর্বরোচিত এবং ইহার দ্বারা কি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে? সুযোগ পাইলে অপর পক্ষও অনুরূপ ব্যবহার করিবে। ইহা স্বাভাবিক কথা যে, মানুষের মধ্যে প্রত্যেক কাজের মোকাবেলায় এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ইহুদীগণ যদি উক্ত শিক্ষা অনুযায়ী অন্যদের প্রতি বর্বরোচিত ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহারাও প্রাধান্য লাভ করিলে ইহুদীদের প্রতি অনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। ইহার পরিণাম কি হইবে? ফসল নষ্ট হইয়া যাইবে, চাষাবাদ বন্ধ হইয়া যাইবে, জন সংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং কাজের লোক পাওয়া যাইবে না। কিন্তু ইহার মোকাবেলায় ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم (সুরা বকর-২৪ রুকু) অর্থাৎ "তোমরা কেবল তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর, যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত আছে।" যাহারা সাক্ষাৎভাবে তোমাদিগকে মারিতে চাহে, তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর। তাহাদিগকে যুদ্ধরত অবস্থায় মারিলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ তাহারা তোমাদিগকে মারিতে আসিয়াছে, কিন্তু যাহারা যুদ্ধে শামিল হয় নাই এবং গৃহে অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে মারার কোন অধিকার নাই। তাহারা যুদ্ধেও নামে নাই এবং তোমাদিগকে মারিতেও আসে নাই। সুতরাং তাহাদিগকে হত্যা করার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ নাই। ইসলাম বলে স্ত্রীলোক ও বাচ্চাদের হত্যা করিও না। যাহারা কমজোর তাহাদিগকে মারিও না। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, কোন যুদ্ধে না সকল সাহাবী অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, না সকল কাফের। তখন আরব দেশের অধিবাসীগণের সংখ্যা তিন লক্ষের মত হইবে। ইতিহাস পাঠে

দেখা যায় যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মাত্র কয়েক হাজার লোক হইবে, সাহাবা (রাঃ আঃ) বিজয় লাভের পর যদি সকল কাফেরকে মারিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে সারা আরবে কয়েক হাজার মুসলমান মাত্র রহিয়া যাইত। সব কাফের মরিয়া গেলে ইসলাম বিস্তার করিত কিরূপে? সুতরাং ইহুদীগণের শিক্ষা অপূর্ণ এবং একমাত্র ইসলামের শিক্ষাই এরূপ, যাহা দুনিয়ায় নিশ্চিত শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম করিতে পারে। এতটুকুই নহে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) যখন মক্কা জয় করিলেন, তখন সাত জন ব্যতিরেকে সকল দুশমনকে মাফ করিয়া দিলেন। এই সাত জন ভদ্রতা এবং আখলাককে দূরে নিক্ষেপ করিয়া মানবতা বিরোধী কার্য করিয়াছিল। তাহাদের সম্বন্ধে তিনি আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে যেখানে পাইবে মারিয়া ফেলিবে। ইহাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী ছিল অন্যতমা। সে হামযা (রাঃ)-এর নাক এবং কান ফাটাইয়াছিল এবং তাঁহার কলিজা বাহির করিয়া চিবাইয়া খাইয়াছিল। যুদ্ধে একে অপরকে মারে কিন্তু সে এমন কাজ করিয়াছিল, যাহা যুদ্ধের সহিত সম্পর্কিত নহে, এবং বর্বরোচিত এবং মানবতা-বিরোধী অপরাধ। সেইজন্য হযরত রসুল (সাঃ) তাহার বিরুদ্ধে হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন। এ ছাড়াও সে অমুসলমানগণকে সদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিত। মক্কা বিজয়ের পরে যখন আঁ-হযরত (সাঃ) স্ত্রীলোকদের বেয়াত গ্রহণ করিতে লাগিলেন, এবং যেহেতু তাহার পূর্বেই পরদার আদেশ নাযেল হইয়াছিল এবং স্ত্রীলোকগণ মুখের উপর পরদা করিয়া বেয়াতের জন্য আসিয়া বসিয়াছিল, তখন হেন্দাও তাহাদের মধ্যে মিশিয়া বেয়াতের জন্য আসিয়াছিল। সে বেয়াতের শব্দগুলি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সহিত অবৃত্তি করিবার সময় যখন 'আমি শের্ক করিব না' কথায় আসিয়া পৌঁছিল তখন সে বলিয়া উঠিল, "হে আল্লাহ্‌র রসুল! এখনও কি আমরা শের্ক করিব। আমরা সংখ্যায় হাজার হাজার ছিলাম, আপনার অনুগামীর সংখ্যা মাত্র কয়েকজন ছিল, আমরা শক্তিশালী ছিলাম, আপনি কমযোর ছিলেন, আমাদের নিকট যুদ্ধের সর্বপ্রকার উপকরণ ও আয়োজন ছিল এবং আপনার নিকট কিছুই ছিল না। আমাদের দেবতাসমূহ যদি শক্তিশালী হইত এবং তাহারা মোকবেলা নাও করিত এবং নিরপেক্ষও থাকিত, তবুও আপনি জয় লাভ করিতে পারিতেন না। পরিণামে বুঝা গেল, আমাদের দেবতাগুলি শক্তিহীন ছিল এবং আপনার খোদা শক্তির অধিপতি ছিলেন। তাই আপনি জিতিয়া গেলেন কণ্ঠস্বরে তাহাকে চিনিতে পারিয়া আঁ-হযরত (সাঃ) আশ্চর্য হইয়া উঠিলেন, "কে তুমি, হেন্দা?" হেন্দা আঁ-হযরত (সাঃ) এর বেস্তেদার ছিল এবং তিনি তাহার কণ্ঠস্বর চিনিতেন। সে মুখরা পূর্ব হইতেই ছিল।

ক্ষিপ্রগতিতে সে উত্তর দিল, "আপনি আমাকে হত্যা করার আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন কলেমা পড়িয়া আমি মুসলমান হইয়া গিয়াছি। এখন আর আপনি আমাকে হত্যা করিতে পারিবেন না।" আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, হাঁ, তুমি ঠিক বলিয়াছ, তোমার বিরুদ্ধে এখন হত্যার আদেশ অচল।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল আবু জেহেলের পুত্র ইকরমা (রাঃ)। তাঁহার বিরুদ্ধেও মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি হইয়াছিল। যখন মক্কা বিজয় হইল, তখন সে সেখান হইতে পলায়ন করিল তাহার ইচ্ছা ছিল হাবসা যাওয়ার। সেই জন্যই সে সাগরের তীরে চলিয়া গেল। তাঁহার স্ত্রী অনেক দিন পূর্বেই মনে মনে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। সে হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমি অনেক পুর্ব হইতে মুসলমান হইয়াছি। আমার স্বামী আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে এই জন্য আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে যে, সে সব সময়ে ধারণা করিত যে আপনি ভুল করিতেছেন। আপনি ঠিক করিতেছেন বুঝিলে, সে কেন আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিত? আপনি রহীম ও করীম। আপনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিন। আপনি আদেশ দিয়াছেন তাহাকে যেখানে পাওয়া যাইবে সেইখানে মারিয়া ফেলিবে। হে আল্লাহর রসুল! সে দুরবর্তী কোন দেশে চলিয়া যাইবে এবং সেখানে ধ্বংস হইয়া যাইবে। আপনার এক আত্মীয় এই ভাবে নষ্ট হইয়া গেলে কি ভাল হইবে? সে হেদায়েত পাইলে কি উত্তম হইত না?" হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "যদি সে নিজ ধর্মে কায়েম থাকে এবং আরবেই বাস করিতে চাহে, তাহাতেও কোন বাধা নাই।" তখন সে বলিল, "হে আল্লাহর রসুল! আপনি অনুমতি দিলে আমি তাহাকে লইয়া আসিতে পারি। কিন্তু আপনি কথা দেন যে, আপনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন" তিনি উত্তর দিলেন, "সে যদি ফিরিয়া আসে তা হইলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।" তখন সে আকরামার তালাশ বাহির হইল। ওদিকে আকরামা হাবশা যাইবার জন্য জাহাজে সওয়ার হইয়াছিল মাত্র, এমন সময়ে সে সেখানে গিয়া উপস্থিত। আকরামা তাহার স্ত্রীকে বড় ভালবাসিত। তাহার স্ত্রী তাহাকে জানাইল, "হে প্রিয় স্বামী! তুমি চিন্তা করিয়া দেখ এক গায়ের আরবের গোলামী বরণ করা অপেক্ষা এক আরব ভ্রাতার গোলামী করা কি শ্রেয়ঃ নহে। আরও চিন্তা করিয়া দেখ, তুমি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণে সীমা ছড়াইয়া গিয়াছিলে, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, আকরামা যদি ফিরিয়া আসে তাহা হইলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। এবং তাহার ধর্মেও হস্তক্ষেপ করা হইবে না।" আকরামা বলিলেন "কি? তাঁহার স্ত্রী উত্তর দিল' আমি তোমার স্ত্রী। তোমার দুশমন নহি। তিনি

আমাকে কথা দিয়াছেন যে, তুমি ফিরিয়া গেলে, তিনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন " আকরমা বলিলেন, "আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, যে তিনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। আমি তাঁহার বিরুদ্ধে এত শত্রুতা করিয়াছি যে, ইহার পর ক্ষমার কোন প্রশ্নই উঠে না " তাঁহার স্ত্রী বলিল, "আমি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট হইতে ইহার ওয়াদা লইয়া আসিয়াছি। আমার কথায় বিশ্বাস না হইলে তুমি নিজে গিয়া যাচাই করিয়া দেখিয়া লও।" আকরামা ফিরিলেন এবং আঁ-হযরত (সাঃ -এর দরবারে হাজির হইলেন। যেহেতু তিনি তখনও তাঁহার উপর ঈমান আনেন নাই। তাহা তিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নাম ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "আমার স্ত্রী আমার নিকট গিয়া বলিল যে আপনি ওয়াদা করিয়াছেন যে, আমি ফিরিয়া আসিলে অপনি আমাকে মাফ করিয়া দিবেন এবং আমার ধর্ম বিশ্বাসেও আপনি হস্তক্ষেপ করিবেন না। এ সব কথা কি সত্য?" তিনি বলিলেন, "তোমার স্ত্রী তোমাকে পাইবে। এখন আর সেই ইকরামা ছিল না, যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দুশমনি করিত। তিনি এক পরিবর্তীত মানুষে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "হে আল্লাহর রসুল! দুনিয়ার কোন কিছুর আমার প্রয়োজন নাই। আমি আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি। এখন আমি শুধু এতটুকু চাই যে আপনি আল্লাহতায়ালার নিকট দোওয়া করুন যেন তিনি আমার অপরাধ সমূহ ক্ষমা করিয়া দেন। ইহার অতিরিক্ত আমার চাওয়ার আর কিছু নাই।" তিনি ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাহার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ ছিল।

তৃতীয় ব্যক্তি শ্যাম দেশে পলাইয়া গিয়াছিল এবং সেখানে সে ছন্নছাড়া জীবন যাপন করিতেছিল। লোক তাহাকে পরামর্শ দিল, তুমি নিজ হিতৈষী জনকে ছাড়িয়া কোথায় ঘুরিয়া মরিতেছ। তুমি তাঁহার নিকট গিয়া ক্ষমা চাহিয়া লও।" সে বলিল, "আমি কি ক্ষমা চাহিব? আমার সম্বন্ধে আদেশ এই যে, আমাকে যেখানে পাইবে মারিয়া ফেলিবে।" তাহারা বলিল, "তুমি বুদ্ধিমান মানুষ। তুমি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া যে কোন প্রকারে হউক তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া যাও, এবং ক্ষমা ভিক্ষা কর।" সে একজন বড় কবির পুত্র ছিল এবং নিজেও এক কবি ছিল। সে ছদ্মবেশ ধরিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইল। যেহেতু সে মোহাজেরগণের আত্মীয় ছিল, সেই জন্য তাহারা তাহাকে চিনিয়া ফেলিল। কিন্তু যে তাহাকে দেখিল সেই চক্ষু অবনত করিয়া লইল। সে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হইয়া বলিল, "আমি অপনাকে কিছু কবিতা শুনাইতে চাই, অনুমতি দিন।" হুজুর (সাঃ) অনুমতি দিলেন। সে 'বুরদার কসীদা' নামীয় বিখ্যাত কবিতা পাঠ করিল। সে আরবদের প্রথা অনুযায়ী প্রথমে প্রেমিকা

এবং উষ্ট্রীর গুণ উল্লেখ করিল। তাহার পর সে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর গুণকীর্তন করিতে লাগিল সে বলিল, ''লোকে আমাকে বলিতেছিল 'হে ইবনে কুলসুম! তুমি নিজেকে ব্যাঘ্রের গুহায় নিক্ষেপ করিতেছে। তুমি সেখানে গেলেই মারা যাইবে' কিন্তু আমি বলিলাম, 'কথা ছাড়। আঁ-হযরত (সাঃ) ক্ষমাশীল ব্যক্তি।" এই কথা শুনা মাত্র আনসার-গণ বুঝিতে পারিলেন যে, এই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ৭ ৭ ব্যক্তির মধ্যে এক জন। তাঁহার চকিতে প্রত্যেক নিজ নিজ তরবারী কোষমুক্ত করিলেন। কিন্তু আ-হযরত (সাঃ) এর আদেশের অপেক্ষায় প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থানে নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন। সেই ব্যক্তি কবিতা শুনাইয়া যাইতে লাগিল।

অর্থাৎ "আঁ হযরত (সাঃ) এমন এক তরবারী যে উহা হইতে আলোক লাভ হয় এবং উহা আল্লাহ্‌তায়ালার তরবারী সমূহের মধ্যে অন্যতম, যাহা হিন্দুস্থানী নমুনার এবং শ্রবণকারী।" অতঃপর সে কুরআন করীমের প্রশংসা করিল যে উহা আল্লাহ্‌র কালাম। আঁ-হযরত (সাঃ) তাহার উপর স্বীয় চাদর ঢাকিয়া দিলেন। ইহার অর্থ হইল যে, তাহাকে ক্ষমা করা হইল। তখন সাহাবা (রাঃ আঃ -এর মধ্যে আনন্দের এক তরঙ্গ বহিয়া গেল।

মোট কথা, এত রক্তপাত এবং অত্যাচার ভোগের পর, যাহার মধ্যে আঁ-হযরত (সাঃ) এর নিজ কন্যা গর্ভপাত হইয়া মারা যান, তাঁহার প্রিয় স্ত্রী হযরত খোদেজা (রাঃ) অবরোধ অবস্থায় উপবাসের পীড়নে মারা যান, তাঁহার চাচা আবু তালেব, ঈমান না আনিলেও যিনি তাহার বহু খেদমত করিয়াছিলেন, অবরোধ অবস্থায় উপবাসের পীড়নে মারা যান, তাঁহার চাচা হযরত হামযা (রাঃ -কে শহীদ করা হইয়াছিল এবং তাঁহার নাক কান কাটিয়া তাঁহার পেট চিরিয়া কলিজা বাহির করিয়া চিবাইয়া খাইয়াছিল এবং এইভাবে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে বহু ভাবে উৎপীড়ন করা হইয়াছিল। তথাপি মাত্র ৭ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে তিন জনের ক্ষমার বিষয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। বাকী চারি জনের মৃত্যুদণ্ডের কথা ইতিহাসে উল্লেখ নাই এই পবিত্র নমুনা, যাহা আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার সাহাবা (রাঃ আঃ)-এর সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, উহাই তাঁহাদের হৃদয়কে পবিত্র করিয়া দিয়াছিল এবং তাঁহাদিগকে জগতবাসীর জন্য পথ প্রদর্শক বানাইয়াছিল।

পুনঃ ইহুদী ধর্ম শিক্ষা দেয় যে ইহুদীগণ যেন ইহুদীগণের নিকট হইতে সুদ গ্রহণ না করে কিন্তু গয়ের ইহুদীর নিকট হইতে সুদ লইবে। ইসলাম বলে, ''তোমরা কাহারও নিকট হইতে সুদ লইবে না, সে মুসলমান হউক বা অমুসলমান। সুদ যদি মন্দ হয় ইহা আপন পর সকলেরই জন্য মন্দ।" সুতরাং ইসলাম আমল সম্বন্ধে যে শুদ্ধি সাধন করিয়াছে, উহার দৃষ্টান্ত অপর কোন ধর্ম পেশ করিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

২৫। নামায—শর্তাবলী ও আদব।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৭৭। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "জুময়ার দিন গোসল করা প্রত্যেক সাবালক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব।"

কেতাবুল জুময়া, বাবু ওয়াজুবু গোছালুল জুময়াতে আলা কুল্লে বালেগ,' ১-১ : ৩১৮ পৃঃ]

১৭৮। হযরত ফাকাহ সায়দ (রাযি আল্লাহু আনহু) যিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এক সাহাবী ছিলেন বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জুময়ার দিন, আরফার দিন (৯ই জিলহজ্ব), ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরের দিন জরুর গোছল করিতেন।" অর্থাৎ, এই সব দিনে গোছল করা সুন্নত।

['মুসনদে আহমদ,' হাদিসুল ফাকেহাতেবনু সায়দ,' রাযিঃ ৪ : ৭৮ পৃঃ]

১৭৯। আয়েশাহ্ রাযি আল্লাহতাযালা আনহা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন স্নান করিতেন, তখন প্রথমে ডান হাতে পানি লইয়া দুই হাত ধুইতেন। তারপর 'ইস্তেঞ্জ' করিতেন (গুপ্তস্থান ধুইতেন) তারপর, 'ওযাযু করিতেন অতঃপর, কিছু পানি মাথায় ঢালিতেন এবং আঙ্গুলগুলি চুলের মধ্যে মিলাইতেন (খুরাইতেন। তিনবার যাহাতে চুলের গোড়া ভিজে। তারপর তাহার সমস্ত শরীতে পানি ঢালিতেন। তারপর, পা ধুইতেন ['মুসলিম,' কেতাবুৎ-তাহারাৎ, বাব সাফাভুল গোছলুল-জানাবাহ,' ১-১ : পৃঃ]

১৮০। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের রাযিআল্লাহু আনহুমা বলেন : 'আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছি যে, 'মানুষের লম্বা নামায পড়া এবং সংক্ষেপে খুৎবা দেওয়া তাহার তীক্ষ্নবোধ শক্তি এবং জ্ঞান বুদ্ধির পরিচায়ক। সুতরাং নামায দীর্ঘ করিবে, খোৎবা সংক্ষেপ করিবে।" ['মুসলিম কেতাবুস সালাহ বাবু তখফিকুস সালাতা ওয়াল খুৎবাহ্ ১-১ : ৩৩৭ পৃঃ]

১৮১। হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযি আল্লাহতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াস্সালাম জুময়ার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ফরমাইলেন :

"ইহাতে এমন একটা মুহুর্ত আছে, যখন কোনো মুসলমান নামায পড়িতে থাকিলে যে দোয়াই করে, তাহা কবুল হয়। তিনি হাত দিয়া ইশারা করিয়া বলিলেন যে এই মুহুর্ত ক্ষণিক সময়ের হইয়া থাকে।"

['মুসলিম,' কেতাবুল জুময়া ফিস সায়াতিল লাতি ফি ইয়উমিল জুময়াতে, ১-১ : ৩৩ পৃঃ]

২৬। মসজিদ ও মসজিদের আদব (নিয়মাবলী)

১৮২। হযরত ফাতেমাতুয্ যোহ্রা রাযিআল্লাহু তায়ালা আন্হা বলেন যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহেওয়া সাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেস করিতেন, তখন এই দোয়া পড়িতেন : আল্লাহ্-তায়ালার নামের সহিত। আল্লাহর রসুলের (সাঃ) উপর সালামতি হউক। আল্লহ্ আমার, আমার গোনাহ্ মাফ কর এবং তোমার রহমতের দরোজা আমার জন্য খোলো।' এবং যখন তিনি (সাঃ) মসজিদ হইতে বাহিরে আসিতেন, তখন এই দোয়া করিতেন : 'আল্লাহ্ তায়ালার নামের সহিত। আল্লাহ্-তায়ালার রসুল (সাঃ)-এর উপর সালামতি হউক। আল্লাহ্, আমার গোনাহ্ ক্ষমা কর এবং আমার জন্য তোমার ফযলের দরোজা খোল।"

[মুস্নদে আহ্মদ, হাদিসু ফাতেমাহ্ বিন্তে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, ৬ : ২৮৩ পৃঃ]

১৮৩। হযরত আনাস্ রাযিআল্লাহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লহু আলাইহে ওয়াস্-সালাম ফরমাইয়াছেন : "মসজিদ এজন্য নয় যে, উহাতে পরস্পর প্রস্তাব বা আলাপ-আলোচনা করা যায়, থুথু ফেলা যায় বা কোনো প্রকার ময়লা প্রভৃতি ফেলা যায়। অর্থাৎ, মস্জিদকে সর্ব প্রকার ময়লা ও অপরিচ্ছন্নতা হইতে পাক-সাফ রাখিতে হইবে। কারণ, উহা আল্লাহ্তায়ালাকে স্মরণ করিবার এবং কুরআন করীম পাঠের জন্য নির্মাণ করা হয়।

[মুসলিম, কেতাবু তাহারাত : ১-১ : ১১৪ পৃঃ]

১৮৪। হযরত যায়দ বিন ছাবেত (রাযিঃ) বলেন আঁ-হযরত (সাঃ) ফরমাইয়াছেন : "হে লোকগণ, তোমাদের ঘরেও নামায পড়বে। কারণ, ফরজ ছাড়া বাকী নামায ঘরে পড় সর্বোত্তম (আফজল)।" [বুখারী, কেতাবু এহতেসাম, ২ : ১০৮৩] (ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

"যদি তোমরা প্রকৃতই নফ্‌সের দিক দিয়া মৃত্যু বরণ কর, তবে তোমরা খোদার মধ্যে প্রকাশ পাইবে এবং খোদা তোমাদের সাথী হইবেন। যে গৃহে তোমরা বাস করিবে তাহা আশিসপূর্ণ হইবে। তোমাদের গৃহের প্রাচীরগুলিতে খোদার রহমত অবতীর্ণ হইবে, এবং সেই শহর আশীর্বাদ পূর্ণ হইবে যে শহরে এমন এক ব্যক্তি বাস করিবে। যদি তোমাদের জীবন, মৃত্যু, তোমাদের প্রত্যেক ক্রিয়া, তোমাদের নম্রতা, তোমাদের কঠোরতা কেবলমাত্র খোদার জন্য হয় এবং প্রত্যেক বিষাদ ও বিপদ কালে তোমরা খোদাকে পরীক্ষা করিতে উদ্যত না হও, এবং তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ না কর, এবং সম্মুখে অগ্রসর হও, তবে আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, তোমরা খোদার একটি বিশেষ জাতিতে পরিণত হইবে। তোমরাও তেমনি মানুষ, যেমন আমি একজন মানুষ এবং আমার খোদা-ই তোমাদের খোদা। সুতরাং তোমাদের সৎ-বৃত্তিগুলি নষ্ট করিও না। যদি তোমরা সম্পূর্ণরূপে খোদার প্রতি আকৃষ্ট হও, তবে দেখ, আমি খোদার ইচ্ছানুযায়ী তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা খোদার একটি মনোনীত জাতিতে পরিণত হইবে। খোদার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা তোমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত কর। তাঁহার তৌহীদ কেবলমাত্র মুখেই স্বীকার করিবে না, বরং কার্যতঃ ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ করিবে, যেন খোদাও ব্যবহারিক উপায়ে তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রতিহিংসা-পরায়ণতা হইতে বিরত থাকিবে এবং বিশ্বমানবের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি-সম্পন্ন ব্যবহার করিবে। পুণ্যের প্রত্যেক পথ অবলম্বন কর। বলা যায় না, কোন পথে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ ভাজন হইবে। তোমাদের জন্য খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের মাঠ জন-শূন্য। সকল জাতিই সংসার প্রেমে মত্ত। যদ্দ্বারা খোদাতা'লা সন্তুষ্ট হন, তৎপ্রতি জগদ্বাসীর কোন লক্ষ্য নাই। যাঁহারা পূর্ণ উদ্যম সহ এই দ্বারাভান্তরে প্রবেশ লাভ করিতে চান, তাঁহাদের জন্য তাঁহাদের সদগুণের পরিচয় দিবার এবং খোদার নিকট হইতে বিশেষ পুরস্কার লাভ করিবার ইহাই সুযোগ। কখনও মনে করিবে না যে, খোদা তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন। তোমরা খোদার স্বহস্ত-রোপিত এক বীজ বিশেষ, যাহা ভূ-পৃষ্ঠে বপন করা হইয়াছে।

খোদা বলেন : 'এই বীজ বর্দ্ধিত হইবে, পুষ্প প্রদান করিবে, ইহার শাখা প্রশাখা সর্ব দিকে প্রসারিত হইবে এবং ইহা মহামহীরুহে পরিণত হইবে।' সুতরাং ধন্য তাহারা যাহারা খোদার বাক্যে ঈমান রাখে এবং মধ্যবর্তী কালীন বিপদাবলীর জন্য ভীত হয় না। কারণ বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক, যেন খোদাতায়ালা তোমাদের পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে স্বীয় বয়েতের দাবীতে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি বিপদের সময় পদস্খলিত হইবে, সে খোদার কোনই অনিষ্ট করিবে না। তাহার দুর্ভাগ্য তাহাকে জাহান্নামে উপনীত করিবে তাহার জন্ম না হইলে, তাহার পক্ষে ভাল ছিল। কিন্তু সেই সকল ভূমিকম্প আসিবে, দুর্ঘটনার তুফান বহিবে, জাতিগণ তোমাদের প্রতি হাস্য-বিদ্রূপ করিবে এবং জগৎ তোমাদের প্রতি উপেক্ষামূলক ব্যবহার করিবে। পরিশেষে তোমরা বিজয়লাভ করিবে এবং আশিসের দ্বারাসমূহ তোমাদের জন্য উদঘাটিত হইবে। খোদাতায়ালা আমার জামাতকে অবহিত করিবার জন্য আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এরূপ ঈমান যে, তাহাতে কোন পার্থিব স্বার্থ বা লালসার সংমিশ্রণ নাই এবং সেই ঈমান যাহা কপটতা কিম্বা ভীরুতা দুষ্ট নয় এবং উহা অজ্ঞানুবর্তিতার কোন স্তর হইতে স্খলিত নয়, এমন লোকগণ খোদার প্রিয়।"

খোদাতায়ালা বলেন : "তাহাদের পদ-বিক্ষেপই সত্যের পদ-বিক্ষেপ।"

হে শ্রোতাগণ, শ্রবণ কর ; খোদা তোমাদের নিকট কি চান? শুধু ইহাই যে, তোমরা তাঁহার হইয়া যাও ; তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না, আকাশেও নয়, ভূ-পৃষ্ঠেও নয়। আমাদের খোদা সেই খোদা, যিনি এখনো তেমনি জীবিত, যেমন তিনি পূর্বে জীবিত ছিলেন ; তিনি এখনও তেমনি কথা বলেন, যেমন পুরাকালে কথা বলিতেন ; তিনি এখনো তেমনি শোনেন, যেমন তিনি পুরাকালে শুনিতেন।"

(আল-ওসিয়ত পৃঃ ১২, ১৩ ১৯০৫ইং)

অনুবাদ : এ.এইচ.এম. আলী আনওয়ার

---

০ খোদার পরে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে আমি বিভোর।
ইহা যদি কুফর হয়, খোদার কসম, আমি শক্ত কাফের
[ফারসী দুররে সমীন]

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

(১১ই মার্চ ১৯৭৭ ইং মসজিদে আকসা, রবওয়া)

আল্লাহতায়ালা তাঁহার ওয়াদা অনুযায়ী জামাতে আহমদীয়ার ধন-সম্পদ ও জনসংখ্যায় বরকত দান করিয়াছেন।

এই বরকতের কারণেই জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের উপর দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়, তাঁহারা যেন আল্লাহতায়ালার কৃতজ্ঞ ও শোকরগোজার বান্দা হন, নিজেদের মধ্যে আল্লাহর প্রীতিপূর্ণ ভয়-ভীত (খাশিয়াতুল্লাহ) সৃষ্টি করেন এবং নিজেদের প্রত্যেকটি বস্তু আল্লাহতায়ালার পথে কুরবানী দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

জামাতের মালী (আর্থিক) বৎসর শেষ হইতে চলিয়াছে। বন্ধুগণ নিজেদের বাজেটকে পুরণ করুন বরং তাহা হইতে অধিকতর কুরবানী পেশ করুন।

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) নিম্নলিখিত কুরআনী আয়াত তেলাওত করেন :

ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين - نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ○ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون ○ والذين هم بايت ربهم يؤمنون ○ والذين هم بربهم لا يشركون ○ والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون ○ اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ○ (আল-মোমেনুন : ৫২-৬২)

অতঃপর হুজুর বলেন :

এ দুনিয়াতে মাল ও দৌলত সেই সকল লোকও প্রাপ্ত হয়, যাহাদের প্রতি আমাদের রব অসন্তুষ্ট থাকেন এবং সেই সকল ব্যক্তিকেও মাল ও দৌলত দেওয়া হয়, যাহাদের উপর আমাদের রবের রহমত নাজিল হইতে থাকে।

এই আয়াত সমূহে, যাহা আমি তেলাওত করিলাম, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তির মাল ও দৌলত প্রাপ্ত হওয়া, তাহার নিকট ধন-সম্পদের প্রাচুর্য থাকা অথবা তাহার বংশে বরকত হওয়া অর্থাৎ খোদাতায়ালা যদি কাহারও সন্তানসন্ততি বহুল সংখ্যায়

বাড়াইতে থাকেন তাহা হইলে উহার অর্থ ইহা নয় যে, বাস্তবিকপক্ষে ঐরূপ ব্যক্তিগণ খোদাতায়ালার পথের পুণ্যবান এবং খোদাতয়ালাও যেন মনে করেন যে তাহারা পুণ্যের পথে অগ্রগামী। তাহা নয়, বরং তাহারা ধন-সম্পদের অপব্যবহার দ্বারা আল্লাহ্তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করে, তাহাদের বংশধরের সংখ্যাধিক্যের ফলে জুলুম ও ফেসাদ করে, মানুষকে নির্যাতন করে এবং কল্যাণ ও হিতৈষণার পথ অবলম্বন করে না।

সুতরাং কাহারও নিকট শুধু ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য থাকা বা জনসংখ্যা বেশী হওয়া, যেমন আজকাল ইউরোপীয় দেশগুলি এবং নিরীশ্বরবাদী দেশগুলিতে আছে - তাহাদের নিকট অগাধ সম্পদও আছে এবং তাহাদের জনবলও বিরাট। কোন কোন দেশের মোট জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক তাহাদের সৈন্যবাহিনী রহিয়াছে। মোটকথা, শুধুমাত্র জাগতিক ধন-সম্পদ এবং বংশ ও জনসংখ্যার আধিক্য খোদাতায়ালার প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ নহে। সুতরাং খোদতায়ালা বলেন যে, তাঁহার প্রীতি ও ভালবাসার নিদর্শন এই যে আল্লাহ্-তায়ালার সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'খাশিয়াতুল্লাহ' থাকিতে হইবে এবং খোদাতায়ালা তাঁহার বান্দাগণকে সরল সঠিক পথে কায়েম রাখার জন্য বা উহার দিকে মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য যে সকল আসমানী নিদর্শন প্রদর্শন করেন, সেইগুলিকে উপলব্ধি করার সামর্থ্য লাভ করা এবং উহাদের উপর ঈমান আনা জরুরী; তেমনি মানুষের মনে যেন কোন প্রকার শেরক না থাকে; না তো সে তাহার মালকে কোন কিছু মনে করিবে, না তাহার জনবলকেই কোন কিছু জ্ঞান করিবে এবং না সে নিজেকে কিছু ভাবিবে। বরং যাহা কিছু তওফিক ও সামর্থ্য লাভ হয় এবং যাহা কিছুই সে প্রাপ্ত হয় উহাকে সে একমাত্র আল্লাহ্তয়ালার দান বলিয়া জ্ঞান করিবে, তাঁহার ফজল ও রহমত হিসাবে বিবেচনা করিবে এবং যাহাকিছুই সে পায় তদ্বারা সে অন্যকেও উপকৃত করার চেষ্টা করিবে. এবং ভীত থাকিবে যেন এমন না হয় যে, বাহ্যতঃ এই সকল নেক আমল, এই সকল পুণ্যের বিষয়গুলি রেয়া বা লোক দেখানোর মনোভাব, অহংকার, অহমিকা ও গর্ব এবং আত্মশ্লাঘের কারণে তাহাকে খোদাতায়ালা হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। মানুষ যেন সর্বক্ষণ স্মরণ রাখে যে একদিন তাহাকে খোদাতায়ালার সমীপে হাজির হইতে হইবে এবং সেদিন তিনি ফয়সালা করিবেন যে সেই সকল নেকী বা পুণ্য গ্রহণ-যোগ্য কি না। আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন : اولئك يسارعون فى الخيرات—ইহারাই সেই সকল লোক, যাহারা নেকী ও পুণ্যানুষ্ঠানে দ্রুত অগ্রগামী। শুধু মাল কোনকিছুই নহে। ইহার দ্বারা আমরা জানিতে পারি না যে, অমুক ব্যক্তির নিকট যেহেতু প্রচুর মাল আছে, সেইহেতু আল্লাহ্তায়ালা তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

তেমনিভাবে বংশাধিক্যের অবস্থা, যাহার ফলে এক প্রকার ক্ষমতার উদ্ভব হয়। আমরা আমাদের দেশেও দেখিয়াছি, কতক গ্রাম ও শহর বাসী পরিবার নিজেদের পরিবারের সদস্য সংখ্যাধিক্যের ফলে দুর্বল পরিবারগুলির উপর নির্যাতন শুরু করিয়া দেয়; ইহা চিন্তা করে না যে, সন্তান সন্ততি তো আল্লাহ্তায়ালাই দান করেন এবং আল্লাহ্তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তোমাদিগকে আমাদের সখ্যাধিক্য দান কারা ইহা প্রমাণ করে না যে, তোমরা নেকী করিয়াছ, সেই জন্য আমি তোমাদিগকে পুরস্কৃত করিয়াছি। বরং তদ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আমি তোমাদের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিয়াছি, যদি তোমরা পরীক্ষায় অকৃতকার্য সাব্যস্ত হও, তাহা হইলে আমার ফজল ও রহমতের অধিকারী হইতে পারিবে না, বরং আমার গজব ও কহরের অনলে তোমরা পতিত হইবে। কিন্তু যদি আল্লাহ্র প্রতি খাশিয়াত (প্রীতি পূর্ণ ভয়-ভীতি) তোমাদের থাকে এবং খোদাতায়ালার নিদর্শনাবলীর উপর তোমরা ঈমান আন, তাহা হইলে তোমরা প্রকৃত পুণ্যবান সাব্যস্ত হইবে। 'আয়াত' শব্দটি কুরআন কারীমে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং উহা ব্যাপক অর্থবহ। আমি এখন সেই ব্যাপকতার মধ্যে যাইতে পারিনা, কেননা আপনারা জানেন, দীর্ঘকাল যাবৎ আমার ইনফেক্শন চলিয়া আসিয়াছে এবং উহার চিকিৎসার জন্য ডাক্তারগণ বড় তীব্র ঔষধ দেন। উক্ত অসুস্থতার জন্য আমি এখনও দুর্বলতা অনুভব করিতেছি। যেহেতু বিনা ঔষধে কয়েক দিন গত হইয়াছে এবং দৈহিক অবস্থাও কিছুটা এমনই মনে হইতেছে, যেজন্য আমি এই আশংকাও বোধ করিতেছি যে ইনফেক্শান পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া না থাকে। আমিও দোওয়া করি, আপনারাও দোওয়া করুন। যেন আল্লাহ্তায়ালা আমাকে সুস্থ রাখেন! এজন্য আমি এখন এ বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বিবরণে যাইতে চাই না। আমি বন্ধুগণকে এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই যে, তাঁহারা যেন আল্লাহ্তায়ালার শোকর আদায় করেন, তাঁহার কৃতজ্ঞ হন। কেননা আল্লাহ্তায়ালা জামাতের উপর এত অনুগ্রহ ও ফজল করিয়াছেন যে, উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রেও অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির আধিক্য সম্বন্ধে যেভাবে আল্লাহ্তায়ালা ওয়াদা করিয়াছিলেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে ইলহাম যোগে জানাইয়াছিলেন যে তাঁহার মান্যকারীদের ধনে ও জনে আধিক্য দান করা হইবে, সেই ইলাহী ওয়াদা পুর্ণ হইয়াছে। সুতরাং সেই সময় তাঁহার প্রত্যেক সাহাবী জাহেরা দুর্বল এবং দুনিয়ার হাতে বিকৃত ছিলেন এবং কোন পার্থিব শক্তি তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহতায়ালা এরূপ বরকত ও কল্যাণ সঞ্চার করিলেন যে, তাহাদের ন্যায় শত শত সাহাবা আছেন যাঁহাদের প্রত্যেকেই

আল্লাহ্তায়'লার পথে তাঁহার পার্থিব শক্তি ও উপকরণাদি ব্যয় করার তওফিক লাভ করেন, যাহার ফলে তাঁহাদের প্রত্যেকেই তাঁহার পাশ্চাতে শত শত পুত্র, কন্যা ও পৌত্র এবং দৈহিত্র রাখিয়া ইহজগত ত্যাগ করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের 'নুফুস' বা পারিবারিক সংখ্যায় বৃদ্ধি দান করা হয়, অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বরকত দেওয়া হয়। আমি কয়েকবার বলিয়াছি, আমাদের কোন কোন বুজুর্গ এমনও ছিলেন যিনি মাসিক পাঁচ টাকায় দিনাতিপাত করিতেন কিন্তু আজ তাঁহাদের সন্তান সন্ততি মাসিক সহস্র সহস্র টাকা উপার্জন করিতেছে একজন বুজুর্গ সম্বন্ধে তো আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যে, তাঁহার চার পাঁচ পুত্র দিল যাহারা নিজ নিজ সময়ে দশ দশ হাজার টাকা মাসিক উপার্জন করিতেছিলেন।

কিন্তু সন্তান সন্ততি ও ধন-সম্পদের এই আধিক্য আমাদের উপর এক জিম্মাদারী ও দায়িত্ব ন্যাস্ত করে। তাহা হইল এই যে, আমরা যেন আল্লাহতায়ালার শোকর-গুজার বান্দা হই, আমরা যেন আমাদের মাল আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি ও রেজামন্দির পথে খরচ করি এবং আমাদের সন্তানদিগেরও এমন ভাবে তরবিয়ত দান করি, যাহাতে তাহারা মনবজাতির জন্য কল্যাণ ও বরকতের উপকরণ সৃষ্টিকারী সাব্যস্ত হয়, জগতের জন্য সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির কারণ হয়, কাহাকেও যেন তাহারা কষ্ট না দেয়, তাহাদের অন্তরে যেন খাশিয়াতুল্লাহ (আল্লাহ-ভীতি) বিরাজিত থাকে।

সম্প্রতিকালে আমাদের জীবনের যে দিনগুলি অতিবাহিত হইয়াছে, সেই দিনগুলিতে গ্রাম হইতে কতক বন্ধু দেখা করিতে আসিতেন, আমার সহিত কথা-বার্তা বলিতেন, আনন্দ প্রকাশ করিতেন—এজন্য যে, তাঁহারা প্রত্যেক দিন খোদাতায়ালার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। সেই বিস্তারিত বিবরণের অবতারণা তো আমি এখন করিব না। সময়ও সংকীর্ণ এবং কতক বিস্তারিত বিবরণ বলাও সমীচীন নয়—সকলই বুঝিতে পারেন। মোটকথা, এই আয়াত, এই নিদর্শনাবলী এবং আপন রবের প্রীতি ও সন্তোষের স্বাক্ষর ও চিহ্ন সমূহ প্রত্যক্ষ করার দিকেও আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত সেগুলি উপলব্ধি করা উচিত। উহাদের সুপ্রভাব গ্রহণ করা উচিত এবং বেশী বেশী খোদাতায়ালার তসবীহ ও তাহমীদ (পবিত্রতা ও প্রশংসা কীর্তন) করা উচিত। বন্ধুগণের নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্তায়ালার পথে তাঁহার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে অধিক প্রফুল্ল চিত্ততার সহিত ব্যয় করা উচিত। এবং নিজেদের সন্তানদিগের তরবিয়ত এমনভাবে করা উচিত যে আহমদীদের ঘরে যেন এরূপ বংশধরের সৃষ্টি হয়, যাহারা খোদাতায়ালার প্রত্যেক বান্দার—তাহার ধর্ম ও আকীদা যাহাই হউক না কেন, সে যেখাকার অধিবাসী হউক না কেন, বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে অখণ্ড মানবজাতির কল্যাণকামী ও হিতাকাঙ্খী হয়, যাহাতে দুনিয়ার মহান বিপ্লব সংঘটিত হয়।

বিপ্লব বিভিন্ন আকার ও রূপ ও রঙে ঘটিয়া থাকে। কখনও মানবজাতির জীবনে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব আসিয়াছে এবং কতক বিপ্লব প্রীতি ও মহব্বতের প্রাচুর্য সমৃদ্ধ বিপ্লব রূপে আসিয়াছে, যেমন হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যামানায় এক মহান বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, এবং তাহা ছিল মানবজাতির কল্যাণ ও হিতৈষনার মহা বিপ্লব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন, এই যে মহান বিপ্লব জগতবাসী অবলোকন করিল—সকল প্রতিমা পূজারী আরব মুসলমান হইয়া গেল এবং যে বিপ্লব হিংস্র পশুতুল্য মানুষগুলিকে নীতিবান মানুষে রূপান্তরিত করিল, বরং তাহাদিগকে খোদা যুক্ত ও খোদাভক্ত মানুষে পরিণত করিল, এবং মানবের কল্যাণার্থে এক জাতির অভ্যুত্থান ঘটাইল তাহা কিসের ফলশ্রুতি ছিল? তাহা ছিল হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রাত্রিকালীন দোওয়া সমূহ, যাহা তিনি রাতে উঠিয়া উঠিয়া দুনিয়াবাসীর জন্য করিতেন। সুতরাং তাঁহার 'কুওয়াতে কুদসিয়া' (পবিত্রকরণ শক্তি)-এর প্রভাব ও ফলশ্রুতি হিসাবে মুসলিম উম্মতে অনেক বুজুর্গ পয়দা হইয়াছেন, যাঁহারা দোওয়ার মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণার্থে আল্লাহতায়ালার দরবারে আকুল নিবেদন জানাইয়াছেন এবং আল্লাহতায়ালা তাঁহাদের দোওয়া কবুল করিয়া অমুসলিমদিগকে ইসলামের আয়াত তথা নিদর্শনাবলী উপলব্ধি করিবার তওফিক ও সামর্থ্য দান করিয়াছেন। এমনি ধারায় ইসলাম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বহু দেশ ও অঞ্চল জুড়িয়া প্রসার লাভ করিতে থাকে এবং আজ সেই যুগ আসিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে যাহা সারা জগতে ইসলাম বিস্তারের যুগ। এই যামানা, যেভাবে খোদাতায়ালার তরফ হইতে হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইওয়া সাল্লামকে জানানো হইয়াছিল এবং তিনি উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে শুভ সংবাদ সমূহ দিয়াছিলেন তদনুযায়ী আজ ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য লাভের যামানা সেইজন্য আহমদীদের জনশক্তি এবং তাহাদিগকে দেওয়া ধন-দৌলত সবকিছু ব্যয় করার একমাত্র লক্ষ্যস্থল হওয়া উচিত যে, খোদাতায়ালার খাশিয়াত ও ভীতি লইয়া, আয়াত ও নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধ করিয়া, প্রত্যেক প্রকারের শেরক, ফখর ও অহংকার পরিহার করিয়া, নিরঙ্কুস খাঁটি মুয়াহ্হেদ (তৌহীদবাদী) হইয়া খোদাতায়ালার পথে তাহারা যেন নিজেদের প্রত্যেক বস্তু কুরবানী করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। এই যামানা শুধু মালের কুরবানীই চায় না বরং সময়ের কুরবানীও চায়, মনোযোগের কুরবানীও চায়। যামানা ইহা চায় যে, মানুষ যেন নভেল-নাটক পাঠ না করিয়া কুরআন করীম পাঠ করে এবং উহাতে গভীর মনোনিবেশ ও গভেষণা করে। যামানা এই কুরবানী চায় যে, হযরত

মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) যে সকল গ্রন্থ কুরআন করীমের তফসীর স্বরূপ লিখিয়াছেন মানুষ যেন তাহা অধ্যয়ন করিতে থাকে। এই সকল গ্রন্থ আশ্চর্যজনক জ্ঞানভাণ্ডার ; এমন এক ভাণ্ডার, যাহার মূল্য কোনও জাগতিক ধন-দৌলতের দ্বারা আদায় করা যায় না। এই অমূল্য ভাণ্ডারের দিকে প্রত্যেক আহমদীর পুর্ণ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

বন্ধুগণ জামাতী নেযাম অনুযায়ী চাঁদা দিয়া থাকেন। কিন্তু আমি মনে করি, উহাই তো সবকিছু নয়। অবশ্য উহাতেও খোদাতায়ালা বিরাট বরকত দান করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক আহমদীর অন্তরে প্রশস্ততা ও উদারতা সৃষ্টি করিয়াছেন। খোদাতায়ালার ফজলে প্রত্যেক বৎসরই পুর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা জামাতের কদম সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। আর্থিক কুরবানী সমূহে এমন দ্রুততা, প্রসারতা ও ব্যাপকতা সাধিত হইয়াছে যে মানুষ বিস্মিত হয় এবং তাহার বুদ্ধি-বিবেক হতবাক হইয়া যায়।

এখন আর একটি মালী সাল শেষ হইতে চলিয়াছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, জামাত এদিকেও মনোযোগী হইবে। প্রত্যেক জামাত নিজ নিজ বাজেট হইতে অধিক কুরবানী পেশ করিবে। কিন্তু আমি শুধু ইহার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই না। আমি তো উল্লিখিত কুরআনী আয়াত সমূহের আলোকে আপনাদিগকে এই উপদেশ দান করি যে, নিজেদের অন্তরে খাশিয়াতুল্লাহ পয়দা করুন। খাশিয়াতুল্লা খাশিয়াতুল্লায় প্রভেদ আছে। ইহার মধ্যেও এক পর্যায়ক্রমিক উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক এলম ও জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। প্রত্যেক মানুষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানে উন্নতি সংঘটিত হইতে থাকে। তেমনিভাবে খাশিয়াতুল্লার ময়দানে তোমরা ক্রমাগত অগ্রসর হইতে থাক। খোদাতায়ালা তোমাদিগকে আয়াত তথা নিদর্শনাবলী আহরণ করায় অধিকতর ক্ষমতা ও তওফিক দান করুন। খোদাতায়ালা তাঁহার নিদর্শনাবলী তোমাদের উপর পুর্বাপেক্ষা প্রবল ধারায় নাযেল করুন, এবং নিদর্শনাবলীকে প্রত্যক্ষ করিয়া তোমরা যেন অধিকতর তসবীহ্ ও তাহ্মীদে আত্মনিয়োগ করার তওফিক লাভ কর। খোদা করুন যেন শের্ক কোনও দুয়ার দিয়া তোমাদের জীবনে প্রবেশ লাভ করিতে না পারে এবং খোদাতায়ালা তোমাদিগকে যাহা-কিছু দান করিয়াছেন, তাহা যেন তোমরা খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে খোদাতায়ালার বান্দাদের কল্যাণ ও হিতার্থে খরচ কর। খোদা করুন, তাহাই যেন হয়। (আল-ফজল ২২শে মার্চ, ১৯৭৭ ইং)

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

জরুরী সার্কুলার

জনাব প্রেসিডেন্ট সাহেবান, আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।

লাজেমী চাঁদার চলতি মালী সাল আগামী ৩০শে এপ্রিল তারিখে শেষ হইতেছে। হযরত খালিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) চলতি সালের কাজেটকৃত টাকা আগামী ১০ই মে'র মধ্যে পুরা করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন।

সুতরাং নির্দ্ধারিত তারিখের মধ্যে আপনাদের জামাতের লাজেমী চাঁদার বাজেটের সম্পূর্ণ টাকা অত্র কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাইয়া আল্লাহতয়ালার অনুগ্রহ হাসেল করুন। ওয়াস্‌সালাম,

খাকসার—
মোহাম্মদ,
আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে
আহমদীয়া ঢাকা
১০/৪/৭৮

"আর্থিক কুরবানী দ্বিনের অর্ধাংশ"

কমরুল আম্বিয়া হযরত মীর্যা বশির আহমদ (রাঃ) বলেন ঃ

"আমার সব সময়ই এই ধারণা রহিয়াছে যে, বর্তমান যুগে বিশেষভাবে এবং অন্যান্য সময়ে সাধারণভাবে, মালী খেদমত বা আর্থিক কুরবনী দ্বীনের অর্ধাংশ। সেইজন্যই কুরআন মজীদ উহার প্রারম্ভেই মুত্তাকীগণের যে সকল গুণ বর্ণনা করিয়াছে তন্মধ্যে তাহাদের জিম্মাদারী সমূহ সংক্ষেপে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুত্তাকী তো সেই সকল লোক যাহারা এক দিকে যেমন খোদাতায়ালার প্রেমে আত্মবিলীন করিয়া তাঁহার এবাদত করে, তেমনি অন্য দিকে আল্লাহতায়ালার দেওয়া রিজিক হইতে দ্বীনের খেদমত হিসাবে ব্যয় করিতে থাকে উক্ত আয়াতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মীয় কর্ত্তব্য সমূহের ৫০% শতাংশ আল্লাহর পথে আর্থিক কুরবানীকে নির্ধারণ করা হইয়াছে। সুতরাং এই কারণেই কুরআন মজীদ যেখানেই সৎকর্মের (আমালে-সালেহার) উপদেশ দান করিয়াছে, সেখানেই বিনাব্যতিক্রমে অবশ্যই সালাত এবং যাকাতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য করিয়াছে।"

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

সংবাদ :

খড়মপুর জামাতে আহমদীয়ার সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

খড়মপুর, ২রা এপ্রিল ১৯৭৮ইং রোজ রবিবার খড়মপুর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে স্থানীয় জামাতের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অত্র এলাকার প্রবীণ বুজুর্গ আহ্‌মদী জনাব মৌঃ গোলাম মাওলা খাদেম সাহেবের বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে এই জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রোড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও আশে-পাশের জামাত সমূহ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহ হইতে দুই শতাধিক আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নি উক্ত জলসায় যোগদান করেন।

স্থানীয় আঞ্জুমানের তরফ হইতে উক্ত ধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য কুমিল্লা জিলা প্রশাসনের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সকল পারমিশন গ্রহণ করা হইয়াছিল। আখাউড়া থানা কর্তৃকও জলসায় শান্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়। আশে-পাশের স্থানীয় কিছু সংখ্যক লোক এই জলসায় অনাহূতভাবে অহেতুক গণ্ডগোল করার চেষ্টা চালায়। তাহারা সভাস্থলে মাঝে মধ্যে ইট-পাটকেলও নিক্ষেপ করিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত উক্ত বিরুদ্ধবাদী গণ অন্য গুরুতর অসৎ উপায়েও জলসা ভঙ্গ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু আমাদের সকলের সংযম ও শান্তিপূর্ণ নসিহত এবং দোওয়ার ফলে তাহারা তাহাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে ব্যর্থ হয়। ইহা খোদাতায়ালার বিশেষ ফজল। উল্লেখ্য যে স্থানীয় প্রশাসনও খোদার ফজলে এ ব্যাপারে তাঁহাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়া সভার প্রোগ্রাম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন।

যাহা হউক, সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করিয়া অত্যন্ত কামিয়াবীর সহিত জলসার সকল কাজ সুসম্পন্ন হয়। এই জলসার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মৌঃ মোঃ মোস্তফা আলী। প্রথমে কুরআন করীম তেলাওয়াত করেন মৌঃ ছলিমুল্লাহ্‌, সদর মুয়াল্লেম। ইজতেমায়ী দোওয়ার পর 'দুররে সমীন' হইতে নযম পাঠ করিয়া শোনান জনাব হাবিবুল্লাহ্‌। অতঃপর প্রফেসার মোসলেহ উদ্দীন খাদেম অভ্যর্থনা ভাষণ দান করেন। তারপর হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ, কুরআন করীমের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য, ওফাতে ঈসা (আঃ), বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে জামাত আহ্‌মদীয়ার অবদান, আকায়েদে জামাতে আহ্‌মদীয়া এবং মানবতা বিকাশে আহ্‌মদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মৌঃ ফারুক আহ্‌মদ, (সদর মুরুব্বী), মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, (সদর মুরুব্বী), মৌঃ ছলিমুল্লাহ্‌, (সদর মুয়াল্লেম), প্রফেসার আমীর হোসেন (ময়মনসিংহ), মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ, (সদর মুরুব্বী) এবং মৌঃ মোঃ মোস্তফা আলী সাহেব। তিনি সভাপতির ভাষণে

প্রশাসন এবং উপস্থিত দায়িত্বরত সরকারী অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দের আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত মূলক কর্তব্য পরায়ণতার জন্য জামাত আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সর্বশেষে সমবেত দোওয়ার মাধ্যমে এই পবিত্র জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত জলসার উত্তম প্রভাব ও সুফলের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি খাসভাবে দোওয়া করিবেন। বিশেষ উল্লেখ্য যে, জলসা চলাকালে খরমপুর স্থানীয় জামাতের পক্ষ হইতে একটি মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়। উক্ত মসজিদের জন্য জনাব গোলাম মৌলা খাদেম সাহেব ও তাঁহার পরিবারের সকলে মিলিতভাবে জমি ওকফ হিসাবে দান করেন। আল-হামদুলিল্লাহ।

খোদ্দামের তরবিয়তী মিটিং

উল্লেখ যোগ্য যে, দুপুরের খাওয়া-দাওয়া এবং জোহরের নামাযের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কায়েদ জনাব এস, এ, নিজামী সাহেবের উদ্যোগ ও সভাপতিত্বে উপস্থিত সকল খোদ্দাম ও আতফালের একটি তরবিয়তী মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত মিটিং-এ চট্টগ্রাম হইতে আগত চট্টগ্রাম মজলিস খোদামুল আহ্‌মদীয়ার কায়েদ জনাব বি, এ, এম, এ, সাত্তার সাহেব ও জিলা কায়েদ নজীর আহমদ সাহেব এবং জনাব নিজামী সাহেব খোদ্দামের উদ্দেশ্যে সারগর্ভ ও মর্মস্পর্শী বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে তাঁহারা একই দিন সকাল ৮ ঘটিকায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতেও খোদ্দামের তদ্রুপ এক তরবিয়তী মিটিং করেন।

শেখের গাঁয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা সভা

বিগত ৯ই এপ্রিল ১৯৭৮ ইং তারিখে আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত শেখেরগাঁয়ে অত্র অঞ্চলের বিশিষ্ট রাব্বানী আলেম ও প্রভাবশালী পীর আলহাজ্ব হাফেজ শেখ আব্দুল কাদের সাহেবের বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে তাঁহার প্রাণঢালা উদ্যোগে জামাত আহ্‌মদীয়ার একটি সাফল্যপুর্ণ তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ। উল্লেখ্য যে, বয়ঃবৃদ্ধ হাফেজ আব্দুল কাদের সাহেব প্রায় দুই বৎসর পূর্বে বয়েত করিয়া আহমদীয়া সেলসেলায় দাখিল হওয়ার পর এই প্রথম উক্ত অঞ্চলের জনসাধারণ ও তাঁহার অসংখ্য ভক্তবৃন্দের নিকট হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর আগমন বার্তা বিশদভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি নিজ খরচে এই পবিত্র

জলসার আয়োজন করেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে এই মহৎ নেক কাজের জন্য অশেষ ফজল ও কল্যাণে ভূষিত করুন এবং আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু দানে তাঁহাকে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের অধিকতর খেদমত করার তৌফিক দান করুন, আমিন। সুপ্রসস্ত শামিয়ানার নীচে মাইকের সুব্যবস্থায় উক্ত এলাকার প্রায় পাঁচশত লোকের সমাগমে বাদ জোহর ২ ঘটিকায় শ্রদ্ধেয় হাফেজ সাহেবের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ জামাত আহ্মদীয়ার নায়েব আমীর মহতারম ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কাজ আরম্ভ হয়।

প্রথমে কুরআন শরীফ তেলাওত করেন জামাতের মুয়াল্লেম হাফেজ মোঃ ইব্রাহীম সাহেব এবং গজল পাঠ করিয়া শোনান মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব, সদর মুয়াল্লেম। অতঃপর ঢাকার সদর মুরুব্বী মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমন কাল ও সত্যতার উপর কুরআন ও হাদীসের যুক্ত প্রমাণ এবং তাঁহার নিদর্শন ও কার্যাবলীর আলোকে ভাষণ দান করেন। অতঃপর মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব ওফাতে ঈসা, খতমে নবুওত এবং ইয়াজুজ মাজুজ ও দাজ্জাল সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা পেশ করিয়া এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তারপর মহতারম ডাঃ সাহেব জামাত আহ্মদীয়ার আকায়েদ এবং হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ)-কে গ্রহণ করার আবশ্যকতার উপর এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন। উপস্থিত সকলে বক্তৃতাসমূহ গভীর মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করেন। বাদ আসর মহতারম হাফেজ আব্দুল কাদের সাহেব তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ভাষণে হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা এবং এক শ্রেণীর উলামার কুফরী ফতোয়ার অসারতা প্রমাণ করিয়া সর্বসাধারণকে বিশেষতঃ তাঁহার সকল ভক্তবৃন্দকে আল্লাহ্ ও রসুলের তাকিদপূর্ণ আদেশ অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা উপলব্ধি পূর্বক বয়েত করিয়া সেলসেলা আহমদীয়ায় দাখিল হওয়ার জন্য এক প্রাণবন্ত আহবান জানান। আল্লাহ্তায়ালার ফজলে তাঁহার যুক্তি ও আন্তরিকতা পূর্ণ এই মর্মস্পর্শী আহ্বানে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সাড়া দেন এবং ইসলামী নারী সমুহের দ্বারা আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তোলেন। আল্লাহ্তায়ালা সকলকে তাঁহাদের ঈমানে উন্নতি ও ইস্তেকামাত (দৃঢ়তা) দান করুন, আমিন। সর্বশেষে ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে এই পবিত্র মহতী জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ওয়া আখেরুদা'ওয়ানা আনেল হামদু লল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

(রিপোর্ট : আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ)

আহমদীয়া মেয়ে ও নারী স্বাধীনতা

—রাবেয়া লতিফ

হে নারী, নিজেরে করোনা করোনা অপমান ।।
আল্লাহ্‌র দেওয়া সেই শাশ্বত সম্মান
তারে লও বরি ।
ইসলামের দেওয়া সেই কণ্ঠহার
কণ্ঠে লহ পরি ।
তব শক্তি বিশ্ব মাঝে মাতারূপে বধূরূপে
স্নেহে প্রেমে থাকুক আবরি ।।

তুমি থাক সুখ হয়ে, রাণী
হয়ে পুরুষের মাঝে ।
তাপ দগ্ধ ধরা মাঝে পুরুষের বেশে
তব নাহি সাজে ।।
অপূর্ব রূপ ভঙ্গিমায় থাকুক চমক,
যাহা সত্য নয় ।
ছিন্ন হবে মিথ্যা-জাল
পাবে তাহা লয় ।।

সে কুৎসিত মিথ্যা নিয়ে হে নারী,
করোনা করোনা খেলা ।
ক্ষণিকের মোহ তব, ভেঙ্গে যাবে
একদিন পাবে অবহেলা ।।

ইসলামের সত্য ছেড়ে আজ যাহা
মনে হয় ভালো ।
অচিরে খুলিবে চক্ষু দেখিবে ভীষণ
কুৎসিৎ সে কালো ।।

ওগো নারী, ওগো শুচিস্মিত !
আমরা যে তাঁহারই উম্মত
যিনি নারীকে করেছেন দান
তার প্রার্থিত সম্মান ।।

ভুলিয়া গিয়াছি আজি
হারানো সে পথ ।
জীবনের গতি তাই হয়েছে বিকল
উল্টা দিকে চলিছে রথ ।।

হারায়েছে সে পথের দিশা
চারদিক হতে ঘিরিয়াছে
মহা অশানিশা ।।
ওগো আহ্‌মদী মেয়ে
তোমাদের পরে আজ
পড়িয়াছে ভার ।
এই অন্ধকারে নিমজ্জিতের
পথ দেখাবার ।।

প্রথমে নিজেরে গড়
আহ্‌মদী মেয়ে
তার পর চল পারে
বহিয়া সবারে
আলোর বর্তিকা তরী
নিয়ে চল বেয়ে ।।

বাইবেল এবং কোরআনের আলোকে যীশু

—মাজহারুল হক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যীশু কি স্ব ইচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন?

একজনের অপরাধের জন্য অন্য আরেকজনকে শাস্তি প্রদান এবং উহাকে অপরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত মনে করা এক ভয়ঙ্কর ধারণা। উহা সাধারণ জ্ঞানে, নৈতিক দিক দিয়া এবং ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতও গ্রহণযোগ্য নয়। সম্পূর্ণ বিকৃত ও ভ্রান্ত ধারণা। তথাপি শুধু বিতর্কের খাতিরে যদি মেনে নেওয়া যায় যে ইহা সম্ভব তা হইলেও অন্যের পাপের প্রায়শ্চিত্তকারীর স্ব-ইচ্ছায় হওয়া উচিত। জোর করিয়া অন্যের চাপে নয়। এখন আমরা বাইবেল দেখিব যে, সমস্ত মানব জাতিকে পাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যীশুখৃষ্ট কি নিজের ইচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন?

উল্লেখ রহিয়াছে যে, "পরে তিনি তাহাদের (শিষ্যগণ) হইতে কমবেশ এক ঢেলার পথ অন্তরে গেলেন এবং জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, বলিলেন, পিতঃ, যদি তোমার অভিমত হয়, তাগা হইলে আমা হইতে এই পানপাত্র দূর কর, তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই সিদ্ধ হউক।" (লুক ২২: ৪১-৪২)।

এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, যীশু স্ব-ইচ্ছায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য ক্রুশে মরিতে চাহেন নাই। কেননা, তিনি কাতর হইয়া ও জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, "পিতঃ, যদি তোমার অভিমত হয়, আমা হইতে এই পানপাত্র দূর কর।" (লুক ২২: ৪১-৪২) অর্থাৎ 'আমি মরিতে চাই না, আমাকে বাঁচাও' যদিও তিনি এ কথাও বলিয়াছেন "তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" তবুও এর অর্থ এই যে, এইরূপে মরিতে তাঁর নিজের ইচ্ছা নহে। কিন্তু যদি প্রভু তাঁহাকে এইরূপে জোর করে ক্রুশে মারিতে চান, তাহা হইলে তিনি বাধ্য। তাঁহাকে ক্রুশে টাঙ্গানোর পরে তিনি আরও আকুলভাবে করুণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যেমন, "এলোই, এলোই, লেমা শবাক্তানী" অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিতেছ?" (মার্ক ১৫:৩৪)। ইহাতে পরিষ্কার-ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, তিনি স্ব-ইচ্ছায় ক্রুশে মরিতে চাহেন না।

এমতাবস্থায় যীশুর উল্লেখ্য প্রার্থনা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি স্ব-ইচ্ছায় সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবেন দূরে থাক—বরং তিনি নিজেই বাঁচার জন্য প্রভুর কাছে কাতর হইয়া দোয়া করিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে ক্রুশের ঘটনা যীশুর কোন

প্রায়শ্চিত্ত করিবার ঘটনা নহে। আমাদের খৃষ্টান ভাইয়েরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা এবং মনোযোগ দিয়া বাইবেল পড়িতেন, তাহা হইলে এই ভিত্তিহীন ভ্রান্ত ধারণা এবং অসার মতবাদের আশ্রয় নিতেন না। তবে প্রশ্ন জাগে যে, যীশুকে কেন ক্রুশবিদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল এবং কেন তিনি ক্রুশের মৃত্যু হইতে বাঁচার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন? তিনি কি মৃত্যুকে ভয় করিতেন?

কেন তাঁহাকে ক্রুশে দিবার চেষ্টা করা হয়?

না। আসলে আল্লাহর নবীগণ কোনদিনই মৃত্যুকে ভয় করেন না—করিতে পারেন না। আসল ব্যাপার এই যে বাইবেলে রহিয়াছে যে, ক্রুশবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি লাঞ্ছিত। কেননা "যে ব্যক্তিকে টাংগানো হয় সে ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত" (দ্বিতীয় বিবরণ-২১:২৩) ফেরাশীরা উল্লেখিত বাক্যের আওতায় যীশুকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া মারিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

পবিত্র কোরআন শরীফেও আল্লাহতায়ালা তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "তাহারা (যীশুকে হত্যা করিবার জন্য) একটি ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। অপর দিকে আল্লাহতায়ালা (তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য) একটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। (আলে-ইমরান আয়াত—৫৪)।

বাইবেলে বলা হইয়াছিল যে, বণি ইসরাইলদের উদ্ধারকারী মসিহের আগমনের পূর্বে এলিয়া নবী যিনি 'রথসহ আকাশে উড়িয়া গিয়াছিলেন।" (২ রাজাবলি ২ : ১১), "সদা প্রভুর সেই মহা ভয়ংকর প্রলয় দিন আসিবার পূর্বে তোমাদের নিকট এলিয় ভাববাদীকে প্রেরণ করিবেন।" (মালাখি ৪ : ৫)। ইহুদিদের মতে, যেহেতু এলিয় আসেন নাই, সুতরাং যীশুখৃষ্ট তাহাদের দৃষ্টিতে একজন মিথ্যাবাদী ছিলেন এবং তাঁহাকে ক্রুশে ঝুলাইয়া "লাঞ্ছিত" প্রমাণ করাই তাহাদের একান্ত উদ্দেশ্য ছিল।

যীশু আল্লাহতায়ালার প্রেরিত সত্য নবী ছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "ইসরাইলকুলের হারানো মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই" (মথি ১৫ : ২৪)। তিনি তাঁহার শিষ্যের একটি দল গঠনও করিয়াছিলেন (মথি ১০ : ২)। ফেরাশীদের ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করিতে পারিয়া ক্রুশের মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, যাহাতে তিনি মিথ্যা প্রমাণীত না হন এবং "বনি ইসরাইলদের হারানো মেষেরা" তাঁহার লাঞ্ছিত মৃত্যু দেখিয়া পরীক্ষায়

পড়ে ধ্বংস হইয়া না যায় সেই জন্যই তাঁহার এই আবেগ বেদনা ও প্রার্থনা ছিল, যাহার সম্বন্ধে সাধু পলও মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "ইনি (যীশু) মাংশ থবাসকালে প্রবল আর্তনাদ ও অশ্রুপাত সহকারে তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা ও মিনতি উৎর্গ করিয়াছিলেন, যিনি মৃত্যু হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ এবং আপন ভক্তি প্রযুক্ত উত্তর পাইলেন।" (ইব্রীয় ৫:৭)।

যীশু ক্রুশে মারা যান নাই

যীশু যে ক্রুশে মারা যান নাই, তাহার অনেকগুলি প্রমাণ বাইবেল হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রবন্ধ খুবই প্রবারিত হইবে জানিয়া আমি শুধু একটি প্রমাণ উল্লেখ করিব।

ফেরাশিরা যখন যীশুকে তাহার সত্যতার প্রমাণস্বরূপ কোন একটি মোজযার দাবী করে, তখন উত্তরে তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "এই কালের দুষ্ট ও ব্যাভিচার লোকে চিহ্ন অন্বেষণ করে"। এবং তিনি ভবিষ্যদবানী করিলেন। "যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন দেওয়া যাইবে না। কারণ, যোনা যেমন তিন দিবা-রাত্রি বৃহৎ মৎসের উদরে ছিলেন, তেমনই মনুষ্যপুত্র তিন দিবা-রাত্রি পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন।" মথি ১২:৩৯-৪০)

উল্লেখিত বাক্যতে যীশু ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার বেলায় যোনা ভাববাদীর নিদর্শন দেখানো হইবে এবং যোনার নিদর্শন ইহাই ছিল যে, তিনি এক বৃহৎ মৎস্যের উদরে জীবিতাবস্থায় প্রবেশ করিয়া তিন দিবা-রাত্রি থাকিলেন এবং জীবিত বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। (যোনা ২ : ১-১০)।

যীশুর এই ভবিষ্যদবাণী পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া কেবল তখনই প্রমাণিত হইতে পারে যখন যোনার মত তিনিও জীবিত কবরে প্রবেশ করেন এবং তিন দিবা-রাত্রি কবরে থাকিয়া জীবিতাবস্থায় বাহির হইয়া আসেন।

ক্রুশের পরবর্তী ঘটনাবলী দ্বারা বাইবেল হইতে ইহাই জানা যায় যে, তিনি ঘটনার পরে তৃতীয় দিন ভোরে তাঁহার শিষ্যদের এবং অন্যান্যের দেখা দিয়াছিলেন এবং তাহারা যীশুকে ভীত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আত্মা দেখতেছি।"

সুতরাং এই ঘটনা যীশুর উল্লেখিত ভবিষ্যদবাণীকে নিশ্চয়তা দান করে এবং প্রমাণ করে যে, তিনি ক্রুশে মরিয়া কবরে তিন দিবা-রাত্রি থাকেন নাই—বরঞ্চ তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক ক্রুশ হইতে মাত্র তিন ঘণ্টা পরেই অজ্ঞান অবস্থায় জীবিত নামানো হইয়াছিল এবং যোনা ভাববাদীর মত তিনি জীবিতই পৃথিবীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া তিন দিবা-রাত্রি থাকার পর জীবিত বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

(দৈনিক আজাদের সৌজন্যে)

শুভ-বিবাহ

[বিগত, ৩, ৪ ৫ই মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার সালানা জলসার শেষ দিন বাদ নামায-মাগরীব নিম্নলিখিত বিবাহ সমূহ সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহমুদ। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি এ বিবাহ সমূহের সর্বাঙ্গীনরূপে বাবরকত হওয়ার জন্য দোওয়া করিবেন।]

১। ধানীখোলা (ময়মনসিংহ) নিবাসী মোঃ কাইয়েমুহ ছোরায়েম সাহেবের প্রথমা কন্যা মোছাঃ হোসনেআরা বেগমের সহিত কামাল পুর (নোয়খালী) নিবাসী মুন্সি রহমত উল্ল সাহেবের জেষ্ঠ পুত্র মোঃ আবদুল কুদ্দুছ সাহেবের শুভ বিবাহ দুই হাজার টাকা দেন-মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

২। আহ্মদ নগর (দিনাজপুর) নিবাসী মোঃ নাজাত উল্লা প্রধান সাহেবের তৃতীয়া কন্যা মোছাঃ আনোয়ারা বেগমের সহিত চন্দন পাট (রংপুর) নিবাসী মরহুম আনওয়ার আহমদ সাহেবের তৃতীয় পুত্র মোঃ আখতারুল ইসলাম সাহেবের শুভ বিবাহ সাত হাজার টাকা দেন-মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

৩। ঢাকা নিবাসী মৌঃ কাসেম আলী খান সাহেবের প্রথমা কন্যা মোছাঃ আফরোজা বেগমের সহিত রিকাবী বাজার নিবাসী মরহুম মুন্সি ছামির উদ্দিন সাহেবের তৃতীয় পুত্র মোঃ সৈয়দুজ্জামান সাহেবের শুভ বিবাহ আট হাজার টাকা দেন-মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

৪। ঢাকা নিবাসী মরহুম মোঃ নুর সৈয়দ সাহেবের কন্যা মোছাঃ সামীমা নার্গিস সাহেবার সহিত ফেনী (নোয়াখালী) নিবাসী মোঃ আবু আহমদ সাহেবের পুত্র মোঃ মুর্শেদ আলম সাহেবের শুভ বিবাহ দশ হাজার টাকা দেন-মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

৫। মৌঃ সাহেব আলী সাহেবের কন্যা মোছাঃ মমিনা বেগমের সহিত রাধিকা (কুমিল্লা) নিবাসী মোঃ শহিদ ভুঞা সাহেবের পুত্র মোঃ ফরহাদ আহমদ ভুঞা সাহেবের শুভ বিবাহ পাঁচ হাজার টাকা দেন-মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

০ হুসন বাদ (জামালপুর) নিবাসী মোঃ আরফান আলী সরকার সাহেবের কন্যা মোছাঃ শিরিনা আখতার ছাহেবার সহিত চরকউরিয়া (ময়মনসিংহ) নিবাসী মোঃ রশিদুজ্জামান সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোঃ মনিরুজ্জামান সাহেবের শুভ বিবাহ নয় হাজার পচিশ টাকা দেন-মোহর ধার্যে হোসনা বাদ আঃ আঃ মসজিদে বাদ মাগরিব সুসম্পন্ন হয়।

০ মোঃ রফিকুজ্জামান সাহেবের জ্যেষ্ঠ কন্যা মোছাঃ কামরুন নাহারের সহিত হোসনাবাদ (ময়মনসিংহ) নিবাসী মোঃ আরফান আলী সরকার সাহেবের চতুর্থ পুত্র মোঃ আবদুল জলিল সাহেবের শুভ বিবাহ নয় হাজার পঁচিশ টাকা দেন মোহর ধার্যে ২৭ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ ইং হোসনা বাদ আঃ আঃ মসজিদে বাদ মাগরেব সুসম্পন্ন হয়।

০ শান্তনিয়া (মৌলভী বাজার) নিবাসী মোঃ আবদুল করিম চৌধুরী সাহেবের কন্যা মোছাঃ ভানু বেগম চৌধুরানীর সহিত জামাল পুর (সিলেট) নিবাসী চৌঃ মুশাররফ সাহেবের পুত্র ডাঃ এস. এম, চৌধুরী আতাউর রহমান সাহেবের শুভ বিবাহ দশ হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে ২০ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ ইং স্থানীয় জমাতে সুসম্পন্ন হয়।

০ ঘাটুরা (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) নিবাসী মোঃ ছলিমুল্লা সাহেবের দ্বীতিয়া কন্যা মোছাঃ মাহমুদা ছিদ্দিকার সহিত কানাই নগর (নারায়ণগঞ্জ) নিবাসী মরহুম ইমাম আলী সাহেবের পুত্র মোঃ নুর মোহাম্মদ মিঞার শুভ বিবাহ তিন হাজার টাকা দেন-মোহর ধার্যে ৭ই মার্চ ১৯৭৮ ইং মঙ্গলবার নারায়নগঞ্জ আঃ আঃ প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাস ভবনে সুসম্পন্ন হয়।

উক্ত বিবাহ সমূহ সর্বাঙ্গীনভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

সন্তান তওল্লদ

বিগত ৭ই এপ্রিল ১৯৭৮, রোজ শুক্রবার ২-২০ মিনিটে আল্লাহতায়ালা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আমীর মহ্‌তারম মোহম্মদ সাহেবের তৃতীয় পুত্র জনাব শরীফ আহ্‌মদকে এক পুত্র সন্তান দান করিয়াছেন। নবজাত শিশু মরহুম জনাব আবুল ফয়েজ খান চৌধুরীর নাতী। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার অনুরোধ জানান যাইতেছে, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন নবজাতকে স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘজীবি, নেক ও খাদেমে-দ্বীন করেন। আমীন।

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca -1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar